International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.25-35
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.25-35

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ জেলা: একটি অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন

প্রদ্যুৎ মণ্ডল

পিএইচ.ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Murshidabad is an enriched-historical district of the State of West Bengal in Indian. The precedent of almost every era of the history exists on the soil of this district from the beginning of the pre-historic times to the end of the eighteenth century. The Farakka region was settled at the end of the Neolithic period, with Copper-Bronze Age settlements also found here. the Aryans settled in various parts of the district and most of them intermingled with the non-Aryans During the period between the sixth century BC to the sixth century AD. Murshidabad district was occupied by Gupta kings from fourth to sixth century AD. The peak of glory and prosperity of the city of Karnasubarna under the leadership of Shashanka in the seventh century can be inferred from the archaeological evidences found by the excavations at Karnasubarna city. The entire territory of the present-day's Murshidabad district belonged to the Pala kingdom During the long four-hundred-year rule of the Pala kings, as evidenced by archaeological finds from the places such as Sagardighi, Navagram, Bharatpur, Gokarna, Panchthupi, Shaktipur and Kiriteshwari etc in the district. A copper plate of Lakshmana Sena Found from a place called Shaktipur indicates that the Rarh region of Murshidabad district belonged to the Sena kingdom during the rule of the Sena kings. The Archological remains from the places such as Chandpara, Sheikdighi and Kherur confirm the immense historical value of the district in the Hussainshahi period. Some traces of the Mughal period have been found at Kandi, Shaktipur and Raghunathganj in the district. The first half of the eighteenth century or the period of the independent Nawab was the golden age of Murshidabad district. But the historical importance of Murshidabad district began to decline from the second half of that century. However, on the one hand, an attempt has been made to trace the existence of Murshidabad district during the period from pre-historic times to the eighteenth century, and on the other hand, an attempt has been made to investigate of the history of the fluctuating historical glory of the district in this article.

Keywords: Neolethic, Farakka, Rarh, Murshidabad, Region, archaeological evidences, Murshid kuli Khan, Decline.

বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম একটি ইতিহাস সমৃদ্ধ জেলা মুর্শিদাবাদ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি যুগের চিহ্ন এই জেলার মাটিতে বিদ্যমান। তবে সুদূর অতীতকালের মুর্শিদাবাদ জেলা অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস জানা যায় না। আবার প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ফরাক্কা নামক জায়গায় নব্যপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন পর্বের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ফারাক্কা থেকে অজয় নদের অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত রাঢ় অঞ্চলে, মূলত নদীর আববাহিকায় প্রাক-আর্য দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর বাস ছিল এবং তারা এক উন্নত সভ্যতার দাবিদার ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের লেখা *'প্রাগৈতিহাসিক বাংলা'* শীর্ষক গ্রন্থ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের জীবনযাত্রার এক মনজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে,

"মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে এক শ্রেণীর পোড়া
মাটির আদিম মাতৃমূর্তি এবং তুলনীয় শৈলীতে নির্মিত কতিপয় পুরুষ মূর্তি"।[১]

এছাড়াও ড. জ্যোতিময় রায়চৌধুরী তার *'কজঙ্গলঃ প্রাচীন ফরাক্কার ইতিকথা'* শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন যে,

"ফরাক্কায় যে আদিম সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে তার বয়স
পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন বলে অনুমান করা হয়।
এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে।
একেবারে সর্বনিম্নস্তরে অর্থাৎ নদীজাত কৃষ্ণ মৃত্তিকার স্তরে
পাওয়া গেছে আদিম মানুষের অস্তিত্বের নিদর্শন"।[২]

জেলার প্রাগৈতিহাসিককালের সভ্যতা সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিদ বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাসী ও প্রত্যয়শীল। তিনি বলেছেন যে,

"প্রাক-আর্য সভ্যতার 'পাথুরে প্রমান' অপ্রতুল হলেও সমগ্র
রাঢ়ভূমিতে একসময় অনার্য সভ্যতা বিস্তার করেছিল"।[৩]

নব্যপ্রস্তর যুগের শেষদিকে ফরাক্কা অঞ্চলে বসতি স্থাপিত হয়, এখানে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের বসতির অস্তিত্বও পাওয়া গেছে। মুর্শিদাবাদের জল-জঙ্গল-শ্বাপদ সমাকীর্ণ ভাগীরথীর পূর্বদিকে অবস্থিত পলি গঠিত এলাকায় আরও পরে তাম্র-প্রস্তর যুগে গ্রাম সমাজের পত্তন ঘটে। এখানকার গ্রাম সমাজের মানুষজন কৃষিকাজের পাশাপাশি মাছধরা এবং পশুপালনকেও জীবিকা হিসাবে পছন্দ করত।[৪] সুতরাং উক্ত বিভিন্ন পন্ডিতের মতামত ও তথ্যগুলিকে সামনে রেখে একথা বলা যেতে পারে যে, প্রাক-ঐতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক যুগে মানুষজন জেলার বিভিন্ন স্থানে বসবাস ও জীবিকা নির্বাহ করত। যা জেলার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে গবেষকদের ধারণাকে সুদৃঢ় করে।

ঠিক কোন সময় আর্যরা জেলায় প্রবেশ করেছিল তা বলা খুব শক্ত। তবে অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত মনে করেন যে,

"জেলাঞ্চলে ঐতিহাসিককালে বহিরাগত প্রভাবের প্রথম
ঢেউটি আর্য-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর। অনুমিত হয়েছে যে,
খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত প্রায়
বারশো বছর ধরে সমগ্র বাংলার মত মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও

চলেছিল জোরদার আর্যীকরণ। ঐ সময়ের পূর্বেও এ অঞ্চলে
আর্যভাষীদের আনাগোনা থাকলেও অনার্য অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়
-ভাষীদেরই ছিল আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য"।[৫]

কথাগুলি থেকে এটি সহজেই বোঝা যায় যে, জেলার বিভিন্ন জায়গায় আর্যগণ বসতি গড়ে তুলেছিল এবং অধিকাংশ অনার্যদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের দুই-এর দশকে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমন করেন। তৎকালীন রচনায় *'গঙ্গারিডই'* (গঙ্গারিদাই) নামক এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে,

"গঙ্গানদীর যে দুটি ধারা এখন ভাগীরথী ও পদ্মা নামে পরিচিত,
এই উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে গঙ্গারিডই নামক জাতির অবস্থান ছিল"।[৬]

উক্তিটি থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চলগুলি গঙ্গা ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং, গঙ্গারিডই নামক জাতির মানুষ মুর্শিদাবাদ জেলা অঞ্চলেও বসবাস করত এবং বর্তমানেও জেলার মানুষের শিরা উপশিরায় এই জাতির মানুষের রক্ত প্রবাহিত। আবার খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে যখন উত্তর-মধ্য ভারতের মানুষ মৌর্য শাসনে শাসিত হচ্ছিল, তখন মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের মানুষজন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চলগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির বাইরে ছিল না। ঐতিহাসিক ধীরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী মুর্শিদাবাদ জেলায় গুপ্তদের আদি বাসস্থান ছিল বলে মনে করেন। তিনি তাঁর 'The Early Home of the Imperial Guptas' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন যে,

"The early home of the Imperial Guptas is to be
located in Murshidabad, Bengal and not in Magadha".[৭]

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, এটি সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপি থেকে জানা যায়। এলাহাবাদ লিপিতে রয়েছে যে, তিনি রাঢ় তথা মুর্শিদাবাদের চন্দ্রবর্মা নামক এক রাজাকে পরাজিত করেন।[৮] এর ফলে মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চলগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্তের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমার গুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের আমলে সমগ্র বাংলা গুপ্ত শাসনাধীনে ছিল। কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্ত যুগের মুদ্রা ও রাজবাড়ী ডাঙ্গায় প্রাপ্ত গুপ্ত যুগের অনেক নিদর্শন থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্তির প্রমান পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত বক্তব্য ও তথ্যের আলোকে একথা বলা যায় যে, খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা গুপ্ত রাজাদের দখলে ছিল। সপ্তম শতক থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায়। এই শতকের প্রারম্ভেই শশাঙ্ক গৌড় রাজ্যকে এক প্রবল পরাক্রমশালী রাজ্যে পরিণত করেন। গৌড় রাজ্য এই সময় নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম জেলার কিছু অংশ এবং সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। শশাঙ্ক এই রাজ্যের রাজধানী মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে স্থাপন করেন। এই সময় কর্ণসুবর্ণ নগরী গৌরব ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল।[৯] এই নগরী সুদৃশ্য অট্টালিকা, মন্দির, সংঘ-বিহার, রাজকীয় প্রাসাদ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ আনুমানিক ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কর্ণসুবর্ণ নগরী ভ্রমণ করেন।[১০] তিনি জানিয়েছেন যে, এই সময় নগরীর মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি ছিল প্রচুর। নগরটি ২০ লি বা ৭ মাইল বিস্তৃত ছিল। এই শতকের

কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও পাওয়া গেছে জেলায়। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে অবস্থিত রাক্ষসী ডাঙ্গায় পরীক্ষামূলকভাবে খননকার্য চালানো হয়। এর ফলে সপ্তম শতকে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সুতরাং, উক্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, মুর্শিদাবাদ জেলা সপ্তম শতকে ইতিহাসের অগ্রমুখী ধারা বেয়ে স্বমহিমায় বিরাজ করছিল।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর (৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর প্রায় একশত বছর ধরে মুর্শিদাবাদ তথা বাংলায় অনৈক্য, আত্মকলহ, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ দেখা দেয়। যা ইতিহাসে মৎসন্যায় নামে পরিচিত। মৎসন্যায়ের সময়কালে (আনুমানিক ৬৫০ খ্রিঃ - ৭৫০ খ্রিঃ) মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার অবস্থা ছিল অন্ধকরাচ্ছন্ন। এক শতাব্দীব্যাপী ভয়াবহ মৎস্যন্যায়ের পর অর্থাৎ অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে বাংলার *'প্রকৃতি-পুঞ্জ'* অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্তগণ ও মুখ্যকর্তাগণ সমবেতভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে গোপালকে বাংলার রাজা হিসাবে নির্বাচিত করেন। পালরাজারা আনুমানিক ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ সুদীর্ঘ চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার ভূখণ্ডগুলি প্রায় সব সময়েই পাল রাজাদের শাসনাধীনে ছিল। এই প্রসঙ্গে বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে,

> "পাল সাম্রাজ্য তার সুদীর্ঘ চারশ বছরের শাসনকালে কখনও
> ছিল বহুদূর বিস্তৃত, কখনও বা অতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ।
> তবে মুর্শিদাবাদ জেলার ভূখণ্ডগুলি সব সময়েই ছিল পাল
> রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত"।[১১]

মুর্শিদাবাদ জেলার ভূখণ্ডগুলি যে পাল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তা জেলায় বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত পাল আমলের নিদর্শনগুলিও জানান দেয়। এই সময়ের বহু পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সাগরদিঘী, মিল্কি, সমসাবাদ, সুকি, নবগ্রাম, গোকর্ণ, যশহরি, পাঁচথুপি, বড়নগর, অমরকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গেছে।[১২] জিয়াগঞ্জের সাধকবাগে রক্ষিত একটি অপূর্ব সুন্দর বুদ্ধমূর্তি, সামসেরগঞ্জ থানার জীয়ৎকুঠিতে একটি ভগ্ন মন্দিরের পাথরের দেওয়ালে খোদিত মূর্তি, সাগরদিঘী, কিরীটেশ্বরী, শক্তিপুর, ভরতপুর ও বড়ঞ্চার নিকটবর্তী গ্রামের বুদ্ধমূর্তিগুলি পাল যুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। জিয়াগঞ্জের রায় সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ শালায় রক্ষিত প্রজ্ঞাপারমিতা এবং হারিতী দেবীর মূর্তি মুর্শিদাবাদ জেলায় পাল শাসনের স্মৃতি বহন করছে। পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের একটি অন্যতম শাসনকেন্দ্র ছিল মহীপালনগর[১৩], যার বর্তমান নাম মহীপাল। এখানে ছড়িয়ে আছে সে যুগের বড় বড় দিঘী, ছোট বড় প্রস্তরস্তম্ভ এবং স্তম্ভের ভগ্নাংশ। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী নামক স্থানে একটি বৃহত্তম দিঘী লক্ষ্য করা যায়। এই দিঘীটি খনন করিয়েছিলেন পাল রাজা প্রথম মহীপাল।[১৪] সুতরাং উক্ত তথ্য, মতামত ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় যে, পাল আমলে মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল পাল রাজাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং এই সময় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে জেলা উচ্চ আসনের দাবী করতে পারত।

সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন বাংলায় সেন শাসনের সূচনা করেন। বিজয় সেনের সময়কালে মুর্শিদাবাদের পূর্ব অংশ অর্থাৎ বাগড়ী অঞ্চল সেন রাজ্যভুক্ত ছিল না। কিন্তু মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল ছিল সেন শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীনে। লক্ষণ সেনের শাসনসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের একটি কেন্দ্রবিন্দু অবস্থিত ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়।[১৫] তবে মুর্শিদাবাদ জেলার কোন স্থানে অবস্থিত ছিল তা জানা যায় না। সেন শাসন মুর্শিদাবাদ জেলাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করেছে। সেন আমলের কিছু নিদর্শন জেলার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে।

লক্ষণ সেনের একটি তাম্রশাসন মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার অন্তর্গত শক্তিপুর নামক স্থানে পাওয়া গেছে। ঐ তাম্রশাসনে পাঁচথুপী অঞ্চলের কয়েকটি স্থানের উল্লেখ আছে। সেনের রাজত্বকালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১২০২ (মতাঃ ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ) খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নবদ্বীপ তথা বাংলা আক্রমণ। মিনহাজউদ্দিনের *'তবকৎ-ই-নাসিরী'* নামক গ্রন্থ থেকে এই আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়।[১৬] বখতিয়ারের নবদ্বীপ আক্রমণের মধ্য দিয়ে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ তথা সমগ্র বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। এই ভাবেই সেন বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন মুর্শিদাবাদ তথা সমগ্র বাংলায় ঘটে রাজনৈতিক ও সামাজিক পালাবদল।

সুলতানী আমলে বাংলা দিল্লীর সুলতানদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর আলি মর্দান আলাউদ্দিন নাম গ্রহণ করে উত্তর রাঢ়ের শাসনকর্তার পদে আসীন হন। তিনি ১২১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই সময় মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল তাঁর শাসনাধীনে ছিল। আলি মর্দানের পর গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ খলজি গৌড়ের সুলতান হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই সময় মুর্শিদাবাদের সমগ্র রাঢ় অঞ্চল তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক বাংলাকে লক্ষ্ণৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও নামে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। এখনকার মুর্শিদাবাদ জেলার সমগ্র অঞ্চল সাতগাঁও ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়। মহম্মদ-বিন-তুঘলক উক্ত তিনটি ভাগের শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য দক্ষ শাসক নিয়োগ করেন। ইলিয়াস শাহ ১৩৩৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সাতগাঁও ভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ্ণৌতি ও সাতগাঁও দুটি ভাগের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তবে ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দ লক্ষ্ণৌতি ও সাতগাঁও নিজের দখলে নিয়ে নেয় এবং বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের সূচনা করেন।[১৭] ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চলগুলি ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনাধীনে ছিল।

১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন।[১৮] রাজা গণেশ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে (১৪১৪ খ্রিঃ - ১৪৪২ খ্রিঃ) মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল তাদের শাসনাধীনে থাকলেও এ সম্পর্কে কোন তথ্য সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। ১৪৪২ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহের নেতৃত্বে পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশ বাংলার ক্ষমতা দখল করে।[১৯] তিনি দীর্ঘ সতের বছর ধরে গৌড়কে কেন্দ্র করে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই সময় মুর্শিদাবাদ জেলা তাঁর শাসনাধীনে ছিল। তবে সমগ্র দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল উড়িষ্যার রাজা কপিলচন্দ্রদেবের দখলে ছিল। এই সময় মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে মসজিদটি লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে ইলিয়াস শাহী বংশের আমলে শুধু মসজিদ নির্মাণ হয়নি, একটি মন্দিরের কথাও জানা যায়। মন্দিরটি কিরীটেশ্বরী মন্দির নামে পরিচিত।[২০]

১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় বরবাক শাহের নেতৃত্বে বাংলায় হাবসী শাসন শুরু হয়। হাবসীরা দীর্ঘ সাত বছর (১৪৮৭ খ্রিঃ - ১৪৯৩ খ্রিঃ) ধরে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[২১] এই সময়কালে মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চলগুলি তাদের শাসনাধীনে ছিল। এই সময় ফকির মসনদ আউলিয়া নামক এক সুফী ধর্মপ্রচারক মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সংলগ্ন কারবালা নামক স্থানে নির্মিত কারবালা মসজিদ এই আমলের একটি অসাধারণ স্থাপত্য নিদর্শন।

মসজিদটি ১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল।[২২] তবে পরবর্তীকালে মসজিদটির উপরের অংশ ভেঙে পড়ার কারণে সংস্কার সাধন করার ফলে মসজিদটির পূর্বের আকৃতি এখন আর বোঝা যায় না। যাই হোক হাবসী আমলের তেমন কোন ছাপ মুর্শিদাবাদ জেলায় পরিলক্ষিত হয় না।

১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় হাবসী শাসনের সমাপ্তি ঘটলে, আলাউদ্দিন হুসেন শাহের নেতৃত্বে হুসেনশাহী বংশের শাসন শুরু হয়। বাংলায় হুসেনশাহী বংশ দীর্ঘ পোঁয়তাল্লিশ বছর (১৪৯৩ খ্রিঃ - ১৫৩৮ খ্রিঃ) রাজত্ব করেছিল। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তাঁর ছাব্বিশ বছরের শাসনকালে (১৪৯৩ খ্রিঃ - ১৫১৯ খ্রিঃ) সমগ্র বাংলা, কামরূপ, বিহারের শরণ জেলা ও ত্রিপুরার কিছু অংশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।[২৩] সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার ভূভাগও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্তির বাইরে ছিল না। তাঁর আমলের বহু নিদর্শন মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী থানার অন্তর্গত চাঁদপাড়া ও খেরুর গ্রাম দুটি আলাউদ্দিন হুসেনশাহের শাসনকালের স্মৃতি বহন করছে। চাঁদপাড়া গ্রামটিতে দুটি সুউচ্চ ঢিপি এখনও বর্তমান। একটি হুসেনশাহের নির্মিত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, অন্যটি হুসেনশাহের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলে শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে,

> "এই গ্রামে একটি বৃহদাকার পুরাতন মসজিদ রয়েছে এবং উহার চতুষ্পার্শে হোসেন শাহের রাজ্যকালের বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে"।[২৪]

তবে মসজিদটি আর অবশিষ্ট নেই। এছাড়াও এলাকার বহু বাড়িতেই খোঁজ করে মেলে বিভিন্ন সময়ে এখানকার মাটি খুঁড়ে কুড়িয়ে পাওয়া কয়েকটি মুদ্রাও।[২৫] মুদ্রাগুলি যে হুসেনশাহের শাসনকালের তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। চাঁদপাড়া গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে দুই মাইলে দূরত্বে খেরুর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে একটি উল্লেখযোগ্য ও কারুকার্যমণ্ডিত মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি ১৪৯৪ খিষ্টাব্দে হুসেনশাহের অন্যতম এক সেণাপতি মুয়াজ্জম রিফাৎ খাঁ নির্মাণ করেন।

আলাউদ্দিন হুসেনশাহের আমলের মুর্শিদাবাদ জেলার আরও কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলা যায়। হুসেনশাহ মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতার নিকটবর্তী জীয়ৎকুড়ির (যা সামসেরগঞ্জ থানায় অবস্থিত) এক নিম্নবর্গীয় তিওর রাজার (জাতিগত দিক দিয়ে তিওর) সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।[২৬] তবে রাজাটির নাম জানা যায় না। এই যুদ্ধে হুসেনশাহ তিওর রাজাটিকে পরাজিত ও নিহত করেন। ফলস্বরূপ তিনি জীয়ৎকুড়ি গ্রামটির দখল নিয়ে সেখানকার শাসনভার মঙ্গল সেন নামক এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর অর্পন করেন। তাঁর শাসনকালেই ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য ফকির আবু সৈয়দ ত্রিমিজ জেলায় আসেন এবং শেখদিঘী অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন।[২৭] এই সময়েই ফকির দাদাপীর মুর্শিদাবাদ জেলার শেরপুর-খড়গ্রাম অঞ্চলের আতাই গ্রামে বাস করতেন বলে জানা যায়। তিনি স্থানীয় এড়োল গ্রামের জনৈক কাশ্যপ বংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানকে প্রধান শিষ্য করেন। আলাউদ্দিন হুসেনশাহের আমলেই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলায়।[২৮] চৈতন্যদেবের প্রভাবে মুর্শিদাবাদ জেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মচর্চার জন্য বেশ কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ভরতপুর, কাঞ্চনগড়িয়া, মালিহাটি, কাঁদরা, মাড়গ্রাম, জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা, তেলিয়া-বুধুরী, গোয়াস, বোরাকুলী, সৈদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণবচর্চার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়।[২৯] হুসেনশাহী বংশের শাসনকালের একটি বিশিষ্ট স্থান মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের দক্ষিণদিকে দেড় কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত চরকা গ্রামে রেজ্জাক বা রাজ্জাক শাহ পীরের মাজার ও তাঁর শিষ্য জামাল শাহ-এর সমাধি। এই স্থানটিতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সুতরাং হুসেনশাহী বংশের

শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলা গৌরবের চরম শিখরে উঠেছিল এবং সমগ্র সুলতানী আমলে জেলার ঐতিহাসিক মূল্য ছিল অপরিসীম।

সুলতানী শাসনের অবসানের পর বাংলা মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলাও মোঘলদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল না। মোঘল শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলার মাটিতে সংগঠিত হওয়া দুটি যুদ্ধের কথা বলা যায়। একটির নাম 'শেরপুর ও আতায়ের যুদ্ধ', অপরটির নাম 'মুণ্ডমালার যুদ্ধ'। তৎকালীন বাংলার সুবাদার মানসিংহ, সবিতা রায়ের সহায়তায় পাঠান ও আফগানদের বিরুদ্ধে 'শেরপুর ও আতাই'-এর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদের পরাজিত করেন। প্রসঙ্গত শেরপুর ও আতাই নামক স্থানগুলি বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানায় অবস্থিত।

যাই হোক, এরপর সবিতা রায় ফতেসিং পরগণার হাড়ি বংশীয় রাজা ফতেসিং-এর বিরুদ্ধে 'মুণ্ডমালা'-র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ফতেসিংকে পরাজিত করেন।[৩০] প্রসঙ্গত ফতেসিং ও মুণ্ডমালা নামক স্থানগুলি বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি উপবিভাগে অবস্থিত। সুতরাং শেরপুর, আতাই ও মুণ্ডমালা নামক জায়গাগুলি জেলায় মোঘল আমলের স্মৃতি বহন করছে। মোঘল শাসনকালেও মুর্শিদাবাদ জেলার মাটিতে কিছু স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে গোকর্ণের নৃসিংহ বা নরসিংহ মন্দির ও জজানের সোমেশ্বর মন্দির নির্মিত হয়।[৩১] সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে জয়রাম রায় কর্তৃক মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর নামক স্থানে কপিলেশ্বর মন্দির নির্মিত হয়। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ কাশিম কর্তৃক বর্তমান রঘুনাথগঞ্জের অদূরে অবস্থিত বালিঘাটা নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়।[৩২] মোঘল শাসনকালেই অর্থাৎ সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজ, আর্মেনিয়ান, ফরাসি, পৌর্তুগিজ, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির ইউরোপীয় বণিকগণ জেলায় প্রবেশ করে। সুতরাং, উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মোঘল আমলে মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাসের গতি বেয়ে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠেছিল।

অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে মুর্শিদকুলি খানের নেতৃত্বে বাংলায় স্বাধীন নবাবি শাসনের সূচনা হয়। নবাবি আমলে (১৭০৪ খ্রিঃ - ১৭৫৭ খ্রিঃ) সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার ভূখণ্ড নবাবদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। এই সময়কালে মুর্শিদাবাদ জেলার সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতি উচ্চ প্রশংসার দাবীদার ছিল। নবাবি আমলে জেলায় বহু জাতি, বর্ণ ও ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করত।[৩৩] তাদের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান *'কসমোপলিটান'* সমাজের জন্ম দিয়েছিল জেলায়। এই সময় জেলার অর্থনীতিও বেশ চাঙ্গা ছিল। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দিল্লী-আগ্রা থেকে আগত মনসবদার ও অভিজাতবর্গ বাংলা থেকে যে সম্পদ নিষ্ক্রমণ করত, মুর্শিদকুলির আমল থেকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ বাংলার ধনসম্পদ বাংলাতে, বিশেষত মুর্শিদাবাদেই সঞ্চিত হত। এই সময়ে জেলার সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।[৩৪] সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ স্থাপত্যকলা এই সময় এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। নবাবগণ স্থাপত্য, স্মৃতি-সৌধ, অট্টালিকা-প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণ করে মুর্শিদাবাদের সৌন্দর্য্যয়ান করেছিলেন। সেই সময় নির্মিত হওয়া অনেক স্থাপত্যকীর্তি জেলায় এখনও লক্ষ করা যায়। মুর্শিদকুলি খানের আমলে নির্মিত কাটরা মসজিদ, সুজাউদ্দিনের আমলে তৈরি মুবারক মঞ্জিল ও ফর্হাবাগ-রোশনিবাগ, আলিবর্দি কর্তৃক নির্মিত খোশবাগ সমাধিভবন, শহমত জঙ্গ কর্তৃক নির্মিত মোতিঝিল, সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক নির্মিত হীরাঝিল ও ইমামবারা-মদিনা, মিরজাফর কর্তৃক নির্মিত জাফরগঞ্জ প্রাসাদ, মিরজাফরের পত্নী মুন্নি বেগম কর্তৃক নির্মিত চক মসজিদ প্রভৃতির পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্য

মুর্শিদাবাদে বিভিন্ন পর্যটক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের ভীড় বর্তমানেও পরিলক্ষিত হয়।[৩৫] আবার এই আমলে জেলার বিভিন্ন স্থানে শুধু মসজিদই নির্মিত হয়নি, কয়েকটি মন্দিরও স্থাপিত হয়েছিল। বড়নগরের চারবাংলা ও জোড় বাংলা মন্দির (রানি ভবানী কর্তৃক নির্মিত), ভট্টমাটির রত্নেশ্বর শিবমন্দির, মুর্শিদাবাদ শহরের সতেরটি চূড়াবিশিষ্ট লালাজীর মন্দির, বহরমপুরের ভোল্লার মন্দির ও দয়াময়ী কালীমন্দির, গোবরহাটির পঞ্চরত্ন বৃন্দাবন মন্দির, পাঁচথুপির জোড়বাংলা জনার্দন মন্দির ও সিংহবাহিনী মন্দির ইত্যাদি বর্তমানেও মুর্শিদাবাদ জেলায় নবাবি আমলের স্মৃতি বহন করছে। সুতরাং, সমাজ-অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলা যায় যে, নবাবি আমল ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার সুবর্ণযুগ। কী ঐশ্বর্যে, জাঁকজমকে, রাজনৈতিক স্থিরতায়, শিল্পবাণিজ্যের অগ্রগতিতে, শান্তিশৃঙ্খলায়, সাংস্কৃতিক বিকাশে মুর্শিদাবাদ এই সময় উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদ নগরীর সমৃদ্ধির কথা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেণাপতি রবার্ট ক্লাইভের বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়। তিনি মুর্শিদাবাদ নগরীর প্রশংসা করে বলেছেন যে,

> "The city of Murshidabad is an extensive, populous and rich as the city of London, with this difference, that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last city".[৩৬]

আবার ঐতিহাসিক সুশীল চৌধুরী বলেছেন যে, "স্বাধীন নবাবি আমল ছিল মুর্শিদাবাদের স্বর্ণযুগ"।[৩৭]

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুর্শিদাবাদ, বাংলা তথা ভারতে একটি পর্বান্তর ঘটে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধ, ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের লড়াই ও ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুর্শিদাবাদ তথা পূর্ব ভারতে তার শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল।[৩৮] পলাশির পর থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের গুরুত্ব কমতে থাকে। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মীরকাশিম নবাব হয়ে বিহারের মুঙ্গেরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস ইংরেজদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্য দেওয়ানি ও খালসার সব বিভাগগুলিকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করেন।[৩৯] এই সময়েই সুপ্রিম সিভিল কোর্ট ও ক্রিমিন্যাল কোর্টগুলিকে কলকাতায় সরানো হয়। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর কলকাতাকে বাংলার সদর দপ্তর হিসাবে ঘোষণা করা হলে রাজধানী হিসাবে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়[৪০] এবং ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রশাসনিক পরিবর্তনের ফলে মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিনও ফুরিয়ে আসে। সুতরাং, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গৃহিত নীতি ও পদক্ষেপের ফলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলার রাজধানী থেকে মুর্শিদাবাদ কেবলমাত্র একটি জেলা শহরে পরিণত হয় এবং সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে অধগতি ও অবক্ষয়ের যুগের সূচনা হয়।

শেষের কথায় এই কথা বলা যায় যে, বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য জেলার মত মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহাসিক স্থায়িত্ব খুবই প্রাচীন। জেলায় এখনও খননকার্য চলছে, সাম্প্রতিককালের খননকার্যের ফলে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ফলত জেলার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটবে। নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন পর্যায়ের ঐতিহাসিক

পটভূমিতে মুর্শিদাবাদ জেলার নানান স্থান থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য নির্দশন থেকে জ্ঞাত সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতি-রাষ্টনীতির ঐতিহ্য বিশ্ব দরবারে চর্চিত ও বন্দিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সপ্তম শতক থেকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কাল ছিল জেলার গৌরবময় যুগ। কিন্তু আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের জেলার ইতিহাসের নানান ঘটনা ব্যাখ্যা করলে অবগত হওয়া যায় যে, এই সময় মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের সুখের দিনগুলির অবসান ঘটছে; জেলার পূর্ববর্তী গৌরবময় ঐতিহ্য সমূহের সংকট নিদারুণভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

1) পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, *প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা*, অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৭১.
2) জ্যোতিময় রায়চৌধুরী, *'কজঙ্গলঃ প্রাচীন ফরাক্কার ইতিকথা'*, প্রাণরঞ্জন চৌধুরীর সম্পাদিত 'গণকণ্ঠ' (বিশেষ সংখ্যা), ২০০১, পৃ. ৫৩.
3) বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধায়, *পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদঃ মুর্শিদাবাদ*, জ্ঞান প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩.
4) সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত, *চেনা মুর্শিদাবাদঃ অচেনা ইতিবৃত্ত*, অমৃতা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪.
5) তদেব., পৃ. ৯.
6) রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)*, জেলারেল প্রিন্টার্স এণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ. ২৪.
7) D. C. Ganguly, '*The Early Home of the Imperial Gupta*', The Indian Historical Quarterly, vol. 14, 1938, p. 535.
8) নিহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৬০.

9) H. Beveridge, '*The site of Karna Suverna*', Bengal District Gazetteers: Murshidabad by L. S. S. O'Malley, p. 376.
10) Samuel Beal, *The Life of Hiuen Tsiang*, Trubner & Co., London, 1911, p. 131.
11) বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *'পাল রাজত্ব ও মুর্শিদাবাদ'*, চেতনিক, বহরমপুর, ১৯৭৯, পৃ. ১৫.
12) প্রতিভারঞ্জন মৈত্র, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, দে বুক স্টোর্স, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১১.
13) তদেব., পৃ. ১২.
14) কমল চৌধুরী (সম্পাঃ), *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (দ্বিতীয় পর্ব)*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯.
15) ভাস্কর শুকুল, *'মরমী মুর্শিদাবাদঃ পর্যটকদের যেখানে নিত্য আমন্ত্রণ'*, গণকণ্ঠ, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬.
16) মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকৎ-ই-নাসিরী* (আবুল কালাম মহম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত), বাংলা আকাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৫৮.
17) রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাঃ), *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ২৮.
18) তদেব., পৃ. ৪৬.
19) তদেব., পৃ. ৫৪.
20) নিজস্ব সংবাদদাতা (বহরমপুর), *'হিন্দু না ওরা মুসলিম? প্রশ্নই ওঠে না মুর্শিদাবাদের কিরেটেশ্বরী মন্দিরে'*, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ই নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ১.
21) Jagadish Narayan Sarkar, *Islam in Bengal (thirteenth Century to Nineteenth Century)*, Ratna Prakashan, Calcutta, 1972, p. 5.
22) দুলাল কুমার বসু, *মুর্শিদাবাদের জনসমাজ ও জনমানস*, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, ২০১৮, পৃ. ৬০.
23) Jadunath Sarkar (Edited), *The History of Bengal: Vol. 02 (Muslim Period)*, B. R. Publishing Corporation, Delhi, 1943, pp. 144 – 150.
24) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস: দ্বিতীয় পর্ব*, প্রকাশনী ও প্রকাশনা স্থানের নাম অনুল্লিখিত, ১৩২৪, পৃ. ২৪৩.
25) বিমান হাজরা, *'কয়েক সহস্রাব্দ আগে থেকেই ছিল সভ্য সমাজ'*, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই নভেম্বর ২০২০, পৃ. ১.
26) কমল চৌধুরী (সম্পাঃ), *মুর্শিদাবাদের ইতিহাসঃ প্রথম পর্ব*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪৬৩.
27) নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাসঃ প্রথম খণ্ড*, মেট কাফ প্রেস, কলকাতা, ১৩০৯, পৃ. ১৮৯.
28) Jadunath Sarkar (Edited), op. cit., p. 152.
29) এমিলি রুমি, *'মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণব আন্দোলন ও তার প্রভাব'*, নিবোধত, ৩৫তম সংখ্যা, ৬তম বর্ষ, মার্চ-এপ্রিল ২০২২, পৃ. ৬৩.
30) কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, *'মুর্শিদাবাদের রাজা ও জমিদার একটি আলো আঁধারের আলেখ্য'*, বিষয়ঃ মুর্শিদাবাদ, ঝড় সাহিত্যপত্র (বিশেষ সংকলন), ফেব্রুয়ারী ২০১০, পৃ. ৪৯.
31) ডি কে বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২.

32) হরিলাল দাস, *'মুর্শিদাবাদে মহুকুমা জঙ্গিপুর'*, বিষয়ঃ মুর্শিদাবাদ, ঝড় সাহিত্যপত্র (বিশেষ সংকলন), ফেব্রুয়ারী ২০১০, পৃ. ২৮৫.
33) ড. রামপ্রসাদ পাল, *প্রসঙ্গঃ শহর মুর্শিদাবাদ*, আকাশ, বহরমপুর, ২০০৩, পৃ. ১০৩.
34) প্রকাশ দাস বিশ্বাস, *মুর্শিদাবাদ ও বাংলার নবাবি আমল*, আকাশ, বহরমপুর, ২০১৯, পৃ. ৪২.
35) সুদীপ্ত সাধুখাঁ ও গোপাল মণ্ডল, *দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৩৩.
36) বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, তৃতীয় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২২.
37) সুশীল চৌধুরী, *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৪৮.
38) কৌস্তভ মণি সেনগুপ্ত, *'আঠারো শতকঃ বৈপ্লাবিক বদল না ধারাবাহিকতা'*, প্রত্যয় নাথ ও কৌস্তভ মণি সেনগুপ্ত সম্পাদিত ইতিহাসের বিতর্ক বিতর্কের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ২২১.
39) নবাবি আমল থেকে ইংরেজ আমল – আদালতের পালাবদল, ঝড় সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদিত ঝড় সংবাদ সাহিত্য সাপ্তাহিক (নির্বাচিত আলোকপাত), জুন ২০১২, পৃ. ৩৮.
40) সুদীপ্ত সাধুখাঁ ও গোপাল মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫.